R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা

বি কে

ষ্টিল ফার্ণিচার

অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন : ৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪০৭ সাল। ৩০শে আগষ্ট, ২০০০ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক ৪০ টাকা

সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে বোমা মারার ঘটনা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেস

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ২২ আগষ্ট রাতে জঙ্গিপুর শহরে কয়েকজন দুষ্কৃতি পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর উপরে বোমা নিয়ে আক্রমণের ঘটনাতে মৃগাঙ্কবাবু তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান সেখ ফুরকান ও অভিযুক্ত দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মঞ্জুর আলী এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ সাজানো এবং নাটক বলে মনে করেন। এটি মৃগাঙ্কবাবুর ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয় বলে উল্লেখ করেন ঐ নেতারা। এক সাক্ষাতকারে এই ঘটননায় ধিক্কার জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বলে জঙ্গিপুর বা রঘুনাথগঞ্জে এর পূর্বে কোন রাজনৈতিক নেতা আক্রান্ত হননি। আর কংগ্রেস সম্প্রতি পুরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচনে মৃগাঙ্কবাবুর প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছে তাতে নিশ্চয়ই তারা আক্রমণে যাবে না। বরং তাঁর নিজের দলের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন চরমে, মারলে সিপিএমের লোকই মেরেছে। তৃণমূলের বক্তব্য মৃগাঙ্কবাবু জঙ্গিপুরে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং নিজে নিরাপত্তারক্ষীর প্রয়োজন অনুভব করাতেই এই ষড়যন্ত্রে নেমেছেন। এছাড়া বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ (শেষ পৃষ্ঠায়)

আর এস পির জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকে মহকুমায় পদত্যাগী চারজন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সম্পাদক ও সেচ মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আর এস পির জেলা সম্পাদকমন্ডলীর পদত্যাগী ৩৪জন সদস্যর মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে চারজন রয়েছেন। এঁরা হলেন সুতীর প্রাক্তন বিধায়ক শিশ মহম্মদ, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাধিপতি জানে আলম মিঞা, রঘুনাথগঞ্জ জোনাল কমিটির সম্পাদক অনিল মন্ডল ও সাগরদীঘির হায়াত আলি। এ বিষয়ে দলের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির সম্পাদক ও জেলা কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য প্রদীপ নন্দী জানিয়েছেন বিষয়টি রাজ্য কমিটির বিবেচনাধীন। তবে ঐ চারজন ছাড়া মহকুমার আর কোনো জেলা সদস্য পদত্যাগ করেননি। এ বিষয়ে জেলা কমিটিতে কোনো আলোচনা হয়নি বলেও তিনি জানান।

মহকুমায় হাই স্কুলে উন্নীত হলো ১২টি জুনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ৪৭টি জুনিয়ার হাই স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করার নির্দেশ পাঠায় গত ১ মে। এর মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমাতে মোট ১২টি জুনিয়ার হাই স্কুলে উন্নীত হ'লো। স্কুলগুলি হলো খামড়া-ভাবকী, সাদিকপুর বি কে, গিরিয়া, মনিগ্রাম, কৃষ্ণকুমার সন্তোষকুমার স্মৃতি বিদ্যাপীঠ (ধুলিয়ান), সাইদপুর ইউ এন, ধুলিয়ান বাণীচাঁদ আগরওয়ালা বালিকা বিদ্যালয়, রাণীনগর, মির্জাপুর ডাঃ যতীন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়, কাশিমনগর, মুরালীপুকুর এবং পঞ্চগ্রাম আই এস এ জুনিয়ার হাই স্কুল (নির্মতিতা)

জল প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আরএসপির বিরোধিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ আগষ্ট সুতী ১নং ব্লকের আহিরণে নলবাহী জল সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসিত দাস জানান, এই ব্লকের ৬টি অঞ্চলের মধ্যে ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগড়ি অঞ্চলের মানুষদের আর্সেনিকমুক্ত জল পান করানো যাবে। তাই এই অঞ্চলে (৩য় পৃষ্ঠায়)

নয়া বেতন চুক্তি নিয়ে এনটিপিসিতে কর্মী অসন্তোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৯৭ এর জানুয়ারী থেকে ফরাক্কা এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ কর্মীদের নয়া বেতন চুক্তি নিয়ে টালবাহানা শুরু করেছেন। এই অভিযোগ এনে ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টের আই এন টি ইউ সির জেনারেল সেক্রেটারী অসীম মাইতি জানান, পাঁচ বছর অন্তর এখানে নতুন বেতন চুক্তির নিয়ম থাকলেও ১৯৯৬ এর ৩১ ডিসেম্বরের (৩য় পৃষ্ঠায়)

মামলা হলেও সেতুর কাজ শেষ হচ্ছে আগামী এপ্রিলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সেতুর কাজে জঙ্গিপুরের ব্যবসায়ী রাজারাম মুন্দ্রা মামলা করলেও আগামী এপ্রিলেই সেতুর কাজ শেষ হচ্ছে বলে জানালেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য গত ২৪ আগষ্টের এক সাংবাদিক বৈঠকে। মৃগাঙ্কবাবু বলেন, রাজারাম নিজের ফেরীঘাটের ব্যবসাকে জিইয়ে রাখতে সেতু তৈরীতে বাধা দিচ্ছিলেন। জঙ্গিপুর পুরসভাসহ চারজন সেতুর (৩য় পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত

সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)

দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)

প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ আদৌ কাম্য নহে ॥

গত ২২ আগষ্ট রাত্রি প্রায় ১০টা নাগাদ জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ও সিপিএম-এর জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের উপর তিনজন দুষ্কৃতী বোমা নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশের চেষ্টা করে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। ভাগ্যক্রমে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় নাই এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শ্রীভট্টাচার্য অক্ষত থাকিয়া গৃহে গমন করেন।

প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, পুরপতি উক্ত তারিখে রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টায় রঘুনাথগঞ্জ সিপিএম পার্টি অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে থামিয়া থামিয়া তিনি প্রায় দশটার সময় নিজ গৃহের নিকট উপস্থিত হন। সেখানে অপেক্ষা করিবার কালে তাঁহার পিছন দিকে কী একটা ভারী জিনিস তাঁহার গায়ে লাগে। পিছন ফিরিয়া তিনজন যুবককে সাইকেলে পলায়ন করিতে দেখেন এবং গামছায় বাঁধা একটি বোমা রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। জঙ্গিপুর মিরধাপাড়ায় এক দুষ্কৃতী নাম লতিব সেখ ধরা পড়ে। বহু লোক সেখানে জমা হয় এবং জানা যায় যে, লতিব সেখ নাকি জনৈক কংগ্রেস নেতার সহায়তায় পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ আগষ্ট বিকালে সিপিআই (এম) এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে ও থানায় ডেপুটেশন দেয়। ২৪ আগষ্ট ১২ ঘণ্টার জন্য এখানে বন্‌ধ পালিত হয়। সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সুতীর কংগ্রেস বিধায়ক মহঃ সোহরাব এই ঘটনার জন্য তীব্র ধিক্কার জানাইয়াছেন এবং ইহাও নাকি তিনি বলিয়াছেন যে, শহরের লোকালয়ের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাকে যাহারা আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। পুরপতির মতে তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্জুর আলী এই ঘটনায় নাকি জড়িত আছেন।

এই ঘটনা আমাদের মনে কিছু প্রশ্নের উদ্রেক করিতেছে। কংগ্রেস বিধায়কের মতে শহরে লোকালয়ের মধ্যে রাজনৈতিক নেতার উপর আক্রমণ শাস্তির যোগ্য। তবে কি লোকালয়ের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে আক্রমণ করা হইলে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়? অশান্ত পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের ঢেউ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া মানুষের নিরাপত্তাকে দূরে হঠাইয়া দিয়া রক্তপাতের খেলার আসর এখানেও কি পাতা হইতে চলিয়াছে? বোমা নিক্ষেপের দায় তৃণমূল কংগ্রেসের উপর চাপাইয়া দেওয়ার অর্থ কি সেই পক্ষকে উত্তেজিত করা নহে? জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ নানা রাজনৈতিক দলের মত মানেন এবং সেই পথে চলেন। তাই বলিয়া মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন স্থানে যে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস এবং খুন, জখম, লুট, অগ্নিদাহ, ঘরছাড়া, সামাজিক বয়কট প্রভৃতির কাজ দিনের পর দিন চলিয়াছে, তাহার অবতারণা করা, মানুষের নিরাপত্তাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া আদৌ কাম্য নহে। উল্লেখিত ঘটনার তীব্র নিন্দা আমরা করিতেছি। এই মহকুমাকে কেশপুর-গরবেতা-সবং-গোঘাট-বন্দর হইতে দেওয়া হইবে না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মির্জাপুর ডি পি হাই স্কুলে এ বি টি এতে ধস প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদে গত ২৩শে আগষ্ট (৬ই ভাদ্র) বুধবারের সংখ্যায় "মির্জাপুর ডি পি হাই স্কুলে এ বি টি এ-তে ধস" —শিরোনামে যে একপেশে ও পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে— এ চিঠির অবতারণা তারই পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে প্রধানত তিনটে বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে চাই—(১) সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে "নিতান্ত অনভিজ্ঞ" (২) "গ্রহণ-যোগ্যতা" নিয়ে ক্ষোভ সন্দেহের অবকাশ ও (৩) পিছনের দরজা দিয়ে পদে বসানোর ঘৃণ্য চক্রান্ত। সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য পাঁচ বছরের একটানা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট (এস এস সির মাপকাঠিতে)—আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নয় (৯) বছরেরও কিছু বেশী; প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, আমার চেয়েও শিক্ষকতায় কম-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক সহকর্মী এই পদের প্রার্থী ছিলেন। সুতরাং "নিতান্ত অনভিজ্ঞ," এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। গ্রহণযোগ্যতা বলতে প্রতিবেদক ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন তা অত্যন্ত গোলমেলে ও অস্পষ্ট। কোন তথ্যের ভিত্তিতে তিনি জানতে পেরেছেন যে এই পদে আমার "গ্রহণযোগ্যতা" নিয়ে ছাত্র-অভিভাবক মহলে ক্ষোভ সন্দেহের অবকাশ আছে? আমি "গ্রহণযোগ্য" কিনা, সেটা আমায় কাজই প্রমাণ দেবে। স্কুল সার্ভিস কমিশন পঃ বঃ সরকারের একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। যথাযথ পদ্ধতি মেনে সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে "নির্বাচিত" হওয়া যদি "পেছনের দরজা দিয়ে বসানো হয়"—তাহলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অস্তিত্বের সার্থকতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিবেদক কি ইতিমধ্যেই নবগঠিত এই সার্ভিস কমিশনের "সামনের ও পেছনের"—এই দুই দরজাই আবিষ্কার করে ফেলেছেন? প্রসঙ্গত, এ বি টি এ থেকে যে আঠারোজন শিক্ষক ও অশিক্ষক সদস্য পদত্যাগ করেছেন —সেই পদত্যাগপত্রে পদত্যাগের কোন "কারণ" উল্লেখ নেই—অন্তত আমি যতদূর জানি। জানিনা, এ ব্যাপারে মহকুমা সম্পাদক সামিয়াত আলী মহাশয় কি বলবেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ষ্টাফ কাউন্সিল সেক্রেটারী শ্রীসুজিত ঘোষ মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা করেছেন—বাস্তবে শ্রীঘোষ এই সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের একজন প্রার্থী ছিলেন এবং আদালতে মামলা করা তার স্বভাবসিদ্ধ "উচ্চাশা" না মেটার বহিঃপ্রকাশমাত্র। এই পদে শুধুমাত্র শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাই যে যথেষ্ট নয় এটা শ্রীঘোষের বোঝা উচিত ছিল। প্রসঙ্গত এই পদে আমরা দু'জন প্রার্থী ছিলাম—অ্যাকাডেমিক স্কোরিং এ শ্রীঘোষের স্থান ছিল পঞ্চমে। আর "শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাই" যদি একমাত্র মাপকাঠি হোত, তাহলে শ্রীঅজিতকুমার সরকার অনায়াসেই "নির্বাচিত" হয়ে যেতেন —তাঁর অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী—সুদীর্ঘ ৩২ (বত্রিশ) বছরেরও কিছু বেশী। আদালতে মামলা করায় সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ আটকায়নি—সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের নিয়োগপত্র প্রদানে জটিলতা সৃষ্টির এক অপচেষ্টা চলছে। ধন্যবাদান্তে—

শ্রীসুদীপ্ত দাস
সহকারী শিক্ষক
মির্জাপুর ডি পি হাই স্কুল

২৫/৮/২০০০

একাদশ শ্রেণীর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ আগষ্ট সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চতর মাধ্যমিক, কলা বিভাগের শুভ উদ্‌বোধন হয়। ব্লক সভাপতি আশিস্ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী, স্থানীয় বিধায়ক পরেশ দাশ, সহঃ বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাঃ) প্রশান্ত রায় চৌধুরী প্রমুখের ভাষণে, ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তিসঙ্গীত পরিবেশনায়, মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের সানন্দ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যালয় সম্পাদক বিজন সরকার ও প্রধান শিক্ষক মনোমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁদের ভাষণে বিদ্যালয়ের আদর্শ পরিবেশ রচনা, বিশেষ করে বিজ্ঞান-বাণিজ্য শাখার সূচনাসহ উন্নয়নমুখী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে তুলতে সরকারের শিক্ষা-বিভাগ' জন-প্রতিনিধি ও সর্বসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহঃ শিক্ষক অশোক চক্রবর্তী।

ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরস্কৃত

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ব্রিটিশ সেফ্‌টি কাউন্সিল দুর্ঘটনা নিবারক কর্ম কৃতিত্বের জন্য ইনডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলোকে দৃষ্টান্তমূলক সম্মানজনক নিরাপত্তা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। ১৯৯৯ সালে জাতীয় তাপ বিদ্যুৎ নিগমের ফরাক্কা কেন্দ্র সেই সম্মানজনক নিরাপত্তা পুরস্কার অর্জন করায় ঐ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার বাল্মীকি প্রসাদ কর্মিদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালেও এই কেন্দ্রটি উক্ত পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল।

অসামাজিক কাজের অভিযোগে পুরোনো হাসপাতাল চত্বর থেকে তিন যুবক ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার সময় গত ১৪ আগষ্ট সন্ধ্যে রাতে রঘুনাথগঞ্জের ফাঁসিতলা এলাকার পুরোনো হাসপাতাল চত্বর থেকে স্থানীয় থানার ওসি ধ্রুব ব্যানার্জী তিন পরিচিত স্থানীয় যুবককে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেন। সামাজিক সম্মানহানির হাত থেকে বাঁচাতে অনুরোধ মতো এ যাত্রায় গুণীদের নাম অপ্রকাশিত থাকলো। পুলিশ জানায় রাতভোর হাজতবাসের পর পরের দিন ব্যক্তিগত মুচলেকায় ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সেদিনের ঠেকে আরও কয়েকজন উপস্থিত থাকলেও পুলিশের গন্ধ পেয়ে তারা সময় মতো পালিয়ে যান। এর মধ্যে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও শহরের প্রতিষ্ঠিত পরিবারের কেউ কেউ ছিলেন বলে জানা যায়। আরো জানা যায়—দীর্ঘদিন ধরেই ওখানে নানা অবৈধ কাজকর্ম চলছিল। এতে স্থানীয় বাসীন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। ঐ দিন এলাকার এক মহিলা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ সেখানে হানা দেয়। এ বিষয়ে ওসি ধ্রুব ব্যানার্জী জানান—কিছুটা আগে গেলে ওখান থেকে আরো কিছু বেসামাল গুণী ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হতো। তিনি স্থানীয় মানুষকে শহরের মধ্যে কোন রকম অসামাজিক কাজ ঘটতে দেখলে থানায় খবর দিয়ে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান।

বনরক্ষীদের তাড়া খেয়ে পালালো কাঠ পাচারকারী দল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১০ আগষ্ট রাতে সুতী-২নং ব্লকের গাঙ্গিনে কাঠ পাচারকারীর দল পালালো বনরক্ষীদের তাড়া খেয়ে। জানা যায় রঘুনাথগঞ্জ বীট অফিসের ১৪জন বনরক্ষী ফিডার ক্যানেলের ঐ জঙ্গলে ডিউটি দেওয়ার সময় ১০—১২জন কাঠচোরকে গাছ কাটতে দেখে। চোরদের তাড়া করলে তারা বনরক্ষীদের উদ্দেশ্যে বোমা ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে রক্ষীরা ১টি ডিঙ্গি, ২টি করাত ও কিছু হাত বোমা উদ্ধার করে বামুহা ফরেষ্ট টিম্বার ডিপোতে জমা দেয়। বনরক্ষীরা উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ীর অভাবে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে মধ্যরাতে কোন ব্যবস্থা নিতে না পারায় হতাশা প্রকাশ করেন। এই অসহায়তার সুযোগে মহকুমার জঙ্গল দুষ্কৃতিরা কেটে পরিস্কার করে দিচ্ছে বলে বনরক্ষীরা অভিযোগ করেন।

সিপিএম কর্মীর বাড়ী থেকে বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ আগষ্ট গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনটোলা গ্রাম থেকে বিএসএফ তল্লাসী চালিয়ে ফজলু হক ও আলাউদ্দিন সেখের বাড়ী থেকে ৩১টি সক্রিয় বোমা ও প্রচুর বোমার মশলা উদ্ধার করে। ঘটনার সময় বিএসএফ কর্মীরা ছাড়াও স্থানীয় প্রধান রুস্তম আলি, জঙ্গিপুর ফাঁড়ির বড়বাবু সুবীর পালসহ পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল। গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুস্তম আলির অভিযোগ দুষ্কৃতীরা সিপিএম কর্মী হওয়ায় তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না।

সুকান্তর জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে জঙ্গিপুর গার্লস স্কুল মাঠে গত ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যর জন্মদিবস উদযাপিত হয়। শিল্পীরা গণসঙ্গীত পরিবেশন এবং সুকান্তর কবিতা ও গানের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করে। এছাড়া গত ১৭ আগষ্ট জঙ্গিপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গণে সুকান্ত ভট্টাচার্য্যর জন্মদিবস ও তাঁর স্মৃতিচারণ করেন সংগঠনের শিল্পীরা। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রঘুনাথগঞ্জ-২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জহরলাল সরকার। এছাড়া মনিগ্রামের কলতান শাখা বাসষ্ট্যান্ডে দিনটি সাড়ম্বরে পালন করে। প্রধান বক্তা ছিলেন বিধায়ক পরেশ দাস। রঘুনাথগঞ্জ শাখা ১৫ আগষ্ট সকালে জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়ের সামনে থেকে এক পদযাত্রার আয়োজন করে। দুপুরে স্থানীয় যুবক সংঘ ময়দানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ১৭ আগষ্ট সদরঘাট পুর লজে এক আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আরএসপির বিরোধিতা (১ম পৃষ্ঠার পর)

এই প্রকল্পের উদ্বোধন হলে এলাকার ১১ হাজার মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পাবেন। এতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে এই জল প্রকল্পের শিলান্যাসকে অগণতান্ত্রিক ও অবৈধ বলে উল্লেখ করেন পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ আরএসপির গোলাম নবি। তাঁর অভিযোগ পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় জল প্রকল্পের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এছাড়া জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির সভায়ও উক্ত প্রকল্পের জায়গা নির্দ্ধারণ বা শিলান্যাসের কর্মসূচী রূপায়িত হয়নি।

এনটিপিসিতে কর্মী অসন্তোষ (১ম পৃষ্ঠার পর)

পর এখন পর্যন্ত পুরোনো চুক্তিই কার্যকরী আছে। অন্যদিকে প্ল্যান্টে নিযুক্ত অফিসারদের চলতি বছরের জুলাই থেকে নতুন বেতন চুক্তি চালু হয়ে গেছে। কর্মীদের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ২২ আগষ্ট জেনারেল ম্যানেজারের চেম্বারের সামনে অবস্থানের কর্মসূচী নেয় আইএনটিইউসি। শ্রীমাইতি জানান, দিল্লীতে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ওয়েজ বোর্ডের এক সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে কর্মীদের নয়া বেতন চুক্তির ব্যাপারে কোন ফয়সালা না হলে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে এখানে কর্মীরা লাগাতার ধর্মঘটে নামছেন। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলে রাজ্যে সব ক্ষেত্রে অচলাবস্থা আসতে পারে বলে অসীমবাবু শঙ্কা প্রকাশ করেন।

সেতুর কাজ শেষ হচ্ছে এপ্রিলে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য জায়গা অধিগ্রহণে ক্ষতি পুরণের টাকা পুজোর আগেই পেয়ে যাবে। সেতু তৈরীতে সরকার নির্দ্ধারিত সময় ২০০২ সালের মার্চ ধরা থাকলেও গ্যামন ইন্ডিয়া আগামী ২০০১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে সেতুর কাজ শেষ করবে বলে জানিয়েছে। এব্যাপারে গ্যামনের সঙ্গে পুরসভার গত ১৮ আগষ্ট রিভিউ মিটিং হয়ে গেছে। আর্থিক দিক দিয়েও কোন অনটন নাই। জলের মাঝখানের চারটি স্তম্ভের উপর তিনটি স্ল্যাব ঢালাই-এ যেটকু সময় লাগবে। ঐ কাজটিই প্রধান কাজ। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি সেতুর ব্যাপারে সঠিক খবর দিচ্ছে না বলে পুরপিতা অভিযোগ করেন। প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুর কাজের অগ্রগতি বা ব্যয়ের ব্যাপারে জেলা পরিষদ এবং পুরসভা জনসাধারণ বা সাংবাদিকদের অবগত না করার জন্যই সঠিক সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। তিনি ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

সিপিএম নেতার প্রাণনাশের চেষ্টার পরবর্তী ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিএমের জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে ২৪ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় ১২ ঘন্টার বন্ধ ডাকা হয়। বন্ধে ভাগীরথীতে ফেরী নৌকা এবং ভ্যান-রিক্সা বন্ধ করে দেয়ায় লোকের হয়রানি অনেকাংশে বেড়ে যায়। মৃগাঙ্কবাবুর নিরাপত্তার প্রয়োজনে কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের জন্য দেহরক্ষী নিযুক্ত করে প্রশাসন। ঘটনার দিন রাতে বোমা নিক্ষেপের খবর পেয়ে এসডিপিও জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে উপস্থিত হন। ঐ রাতেই অপরাধীর সন্ধানে পুলিশ রঘুনাথপুরে সিপিএমের প্রাক্তন কমিশনার মীরা খানের বাড়ী ও সহিম সেখের শ্বশুরবাড়ী, রহমানপুরে গাজলু সেখ ও পটল সেখের বাড়ী। মির্দ্ধাপাড়ায় নুরুল খাঁ, আকবর সেখ ও ইদু সেখের বাড়ীতে হামলা চালায় ও ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। কংগ্রেস নেতা ইন্তেকাব আলমকে তাঁর মির্দ্ধাপাড়ার বাড়ী থেকে পুলিশ ঐ রাতে উঠিয়ে নিয়ে আসে ফাঁড়িতে। পথে উত্তেজিত জনতার রোষে পড়ে ইন্তেকাবকে চড়, ঘুষি, ছুরির খোঁচা সহ্য করতে হয়। মির্দ্ধাপাড়ায় বালির ভিতর থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করে জনৈক ব্যক্তি ফাঁড়িতে জমা দেয়। ২৬ আগষ্ট এস পি রঘুনাথগঞ্জ থানায় আসেন এবং এ ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ২৮ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে সিপিএমের চক্রান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। ফুলতলায় এক জনসভায় মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর প্রাণনাশের ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল যুব নেতা মঞ্জুর আলিকে জড়িয়ে ফেলা একটা চক্রান্ত ছাড়া কিছু না—এর পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখেন সেখ ফুরকান, তানজিলুর রহমান, মঞ্জুর আলি, সত্যনারায়ণ সুত্রধর প্রমুখ। এই ঘটনাকে ঘিরে কোন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত না হওয়ায় প্রশাসন স্বস্তি প্রকাশ করে। তবে পুলিশ এখনও এ ব্যাপারে কিনারা করতে পারেনি বলে এসডিপিও জানান।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✕ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

দোলগোবিন্দ আলিপাত্র সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *নবকুমার ভঞ্জ* সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ষড়যন্ত্র বলে মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থানার ওসি ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জী দলমতনির্বিশেষে কাজকর্ম করার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ধ্রুববাবুর অকর্মণ্যতা প্রমাণ করাতেই এসব ঘটনার অবতারণা। তৃণমূল নেতা মঞ্জুর আলী বলেন, মৃগাঙ্কবাবু বলছেন তাঁকে আক্রমণকারীদের আমি নাকি সুজাপুরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। তাই যদি হয় তবে কেন তিনি আমার নামে থানায় অভিযোগ না করে লতিব সেখ, সহিম সেখ ও মুকুল সেখের নামে অভিযোগ করলেন ? তার মধ্যে আবার অভিযুক্ত লতিব সেখ রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের উপপ্রধানের জামাই, এক সময়ের সিপিএম কর্মী। আর সহিম সেখ সিপিএমের প্রাক্তন কমিশনার মীরা খানের ভাই। এবার পুর নির্বাচনে যিনি মৃগাঙ্কবাবুর বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। মীরা খানেরই বড় ভাই রহিম বর্তমানে সিপিএম কর্মী। মঞ্জুর আরও জানান ২৩ আগষ্ট দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের বিরুদ্ধে অনাস্থার দিন ছিল। সেদিন আমাকে হয়রান করিয়ে অনাস্থা ভেস্তে দিতে সিপিএম বোমা গল্প ফেঁদেছিল। তিনি বলেন, রঘুনাথগঞ্জের ফাঁসিতলায় সিপিএম পার্টি অফিস থেকে মৃগাঙ্কবাবুর বাড়ীর মধ্যে অনেক জনশূন্য এলাকা বাদ দিয়ে দুষ্কৃতিরা কেনই বা তাঁর বাড়ীর কাছে জনবহুল জায়গাকে আক্রমণের উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নেবে ? আর বোমা মেরে যদি মৃগাঙ্কবাবুকে খতম করার উদ্দেশ্যই থাকে তবে বোমাকে কেরোসিনে ভিজিয়ে গামছায় বেঁধে কেন ছোঁড়া হবে ? তিনজন দুষ্কৃতি মাত্র একটা বোমা নিয়েই বা কেন যাবে ? দুষ্কৃতিরা কাউকে খতম করতে গিয়ে একটা বোমা মিস হলে পরবর্তী আক্রমণের জন্য একাধিক বোমা প্রয়োগ করে—এটাই অপরাধের স্বাভাবিক নিয়ম। চেয়ারম্যানকে মারবার জন্য এমন বিশেষ বোমা বাঁধা হলো যা রাস্তায় পড়েও ফাটল না। এছাড়া শহরের মধ্যে দুষ্কৃতিরা সাইকেল নিয়েই বা কেন খুন করতে আসবে, তা ভেবে পাচ্ছে না তৃণমূল। তাও যদিবা একজন ধরা পড়লো সেও হাজার লোকের মধ্যে থেকে শুধু একজন কংগ্রেসীর সহায়তায় পালালোই বা কিভাবে ? বোমা মারার পরদিন সকালে সিপিএম মাইকে প্রচারে জানায় মৃগাঙ্কবাবুকে দুষ্কৃতিরা জঙ্গিপুর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কাছে আক্রমণ করেছে। আর মৃগাঙ্কবাবু বললেন তাঁকে সাহেববাজারে তাঁর বাড়ীর কাছে সুশান্ত কর্মকারের বাড়ীর পাশে আক্রমণ করে দুষ্কৃতিরা। এসব সন্দেহজনক ঘটনাবলীর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস বোমা কাহিনীকে নিছক একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না।

Millennium Free Gift Offer

যে কোন দুটি জিনস্ বা কটন প্যান্টের সঙ্গে একটি আধুনিক টি শার্ট বিনামূল্যে। অফার ষ্টক থাকা পর্যন্ত সীমিত। এছাড়া সুটিং, সার্টিং, শাড়ি এবং বোম্বাই ও দিল্লীর আধুনিক ডিজাইনের রেডিমেড পোষাকের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান *মহাবীর বস্ত্রালয়।*

মহাবীর বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা

ফোন ঃ ৬৬২২৩